কুমারখালীতে সারের দাম বেশি রাখায় ডিলারকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সারের দাম বেশি রাখায় এক সাব ডিলার ডিলারকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ইউএনও বিতান কুমার মন্ডল।

এক কৃষকের অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা রোডের মেসার্স কৃষি বিতরণী নামের সাব ডিলারের দোকানে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এসময় ওই কৃষকের অভিযোগের সত্যতা পায় ভ্রাম্যমাণ আদালত। কৃষকের কাছ থেকে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত সিনজেনটা কোম্পানির থিয়োভিট সারের মোড়কে লেখা মূল্যের অতিরিক্ত ৪০ টাকা দাম বেশি বেশি রেখেছে ওই সাব ডিলার।

এসময় সাব ডিলার ফারুককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বিতান কুমার মন্ডল বলেন , এক কৃষকের অভিযোগের ভিত্তিতে আজ এক সাব ডিলারের দোকানে অভিযান চালিয়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

কুষ্টিয়ায় ফুজি আইসক্রিমের মালিককে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা

বিএসটিআইয়ের (বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস্ অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন) কোনো অনুমোদন নেই। অথচ আইসক্রীমের মোড়কে তাদের লোগো রয়েছে। এভাবেই এসব আইসক্রীম বিপণন ও বাজারজাত করা হচ্ছে।

এ ছাড়া বিএসটিআইয়ের লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও কোণ এবং চকবার

আইসক্রিম তৈরি করা হচ্ছে, ফুজি রোবু ড্রিংকস এর ভেতরে কোন ভিটামিন না থাকা সত্ত্বেও প্যাকেটের গায়ে লেখা হচ্ছে ২৩% ভিটামিন সি রয়েছে।

কুষ্টিয়া শহরতলীর চৌড়হাসে ‘ফুজি আইসক্রীম’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানের কারখানায় বুধবার দুপুরে অভিযান চালিয়ে এসব তথ্য পান জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। পরে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপককে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করে তা আদায় করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্বৃ দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

এসময় তিনি জানান, কুষ্টিয়ায় বিএসটিআইয়ের লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও কোণ এবং চকবার আইসক্রিম তৈরি করা হচ্ছে, পাশাপাশি বিএসটিআইয়ের লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে এছাড়াও ফুজি রোবু ড্রিংকস এর ভেতরে কোন ভিটামিন না থাকা সত্ত্বেও প্যাকেটের গায়ে লেখা হচ্ছে ২৩% ভিটামিন সি রয়েছে।

অভিযানকালে কারখানার ভেতরে উৎপাদিত খাবারসামগ্রীর মোড়কে বিএসটিআইয়ের সিল দেখা গেছে। কিন্তু, প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা এসংক্রান্ত কোনো অনুমোদনপত্র দেখাতে পারেননি।

এসব অভিযোগের ভিত্তিতে ফুজি আইসক্রিম এর কারখানা মালিককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪৪ ধারায় ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

তদারকিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

কুষ্টিয়ায় সারের দাম বেশি

নেওয়ায় দুই ব্যবসায়ীর ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় কৃষকদের কাছ থেকে রাসায়নিক সারের দাম বেশি নেওয়া ও মেয়াদউত্তীর্ণ বালাইনাশক বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তাকে সাজিয়ে রাখার অপরাধে একজনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের।

বুধবার বেলা ১১টায় সদর উপজেলার মধুপুর বাজারে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

এসময় তিনি জানান , বেশ কিছুদিন ধরে রাসায়নিক সার সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে আসছিলেন। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে মধুপুর বাজারে অভিযান চালিয়ে এর সত্যতা পাওয়া যায়। মধুপুর বাজারে মেসার্স হেলাল এন্টারপ্রাইজে গিয়ে দেখা যায়পূর্বে ইউরিয়া সার কিনে মজুদ করে রেখে বর্তমানে অধিক মূল্যে বিক্রয় করছেন।

পাশাপাশি টিএসসি এবং ডিএপি সার কেজিপ্রতি ৬ টাকা থেকে ১৩ টাকা পর্যন্ত অধিক মূল্যে বিক্রয় করছেন এছাড়াও মেয়াদউত্তীর্ণ বালাইনাশক বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে তাকে সাজিয়ে রেখেছিলেন এসবের অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন , ২০০৯ এর ৪০ এবং ৫১ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

তদারকিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা আমিনুল ইসলামসহ আইনশ্রঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান : ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় মিষ্টির দোকানে অভিযান চালিয়েছে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদফতর। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নোংরা ও পঁচা দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে মিষ্টি তৈরি করে বিক্রি করার অপরাধে দইটি প্রতিষ্ঠানকে ৪০ হাজার জরিমানা করা হয়।

বুধবার দুপুরে উপজেলার গোলাপনগর বাজারে এই ভেজালবিরোধী অভিযান চালানো হয়। এ সময় নোংরা পরিবেশে মিষ্টি তৈরির জন্য দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়। ভোক্তা অধিকার অধিদফতরের কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

এসময় তিনি জানান, মিষ্টি তৈরির কারখানায় অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশ ও বেশ কয়েকদিন আগের পঁচা বাসি মিষ্টি এবং তৈরিকৃত দই-মিষ্টিতে মশা-মাছি, পোকা দেখতে পায় এবং শিরার ভেতর মাছি ও পোকামাকড় মরে পড়ে আছে। পঁচা, বাসি ও পোকাযুক্ত সেই শিরা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি বানানো হচ্ছে।

পরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪৩ ধারা মোতাবেক পাল মিষ্টান্ন ভান্ডার ও নরেন্দ্র মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিককে ২০ হাজার করে মোট ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

তিনি জানান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নোংরা ও পঁচা দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে মিষ্টি তৈরি করে বিক্রি করা যায় তা বিশ্বাস করা কষ্টকর। যদি ন্যূনতম দায়বদ্ধতা থাকত তাহলে এভাবে তারা মিষ্টি উৎপাদন করত না।

এদিকে ভুল তথ্য সরবরাহ করে অধিক দামে ফ্রিজ বিক্রির করার অপরাধে একই বাজারের মিলন ট্রেডার্স নামের এক প্রতিষ্ঠানকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪৪ ধারা মোতাবেক ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

তদারকিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

মুজিবনগরে ভুয়া পশু চিকিৎসকের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে অভিযান চালিয়ে মোমিনুল ইসলাম নামের এক ভুয়া পশু চিকিৎসকের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে উপজেলার রশিকপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন।

দণ্ডিত ভুয়া পশু চিকিৎসক মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম, মুজিবনগরের রশিকপুর গ্রামের মোঃ মোসাদ আলী শেখের ছেলে।

মুজিবনগরে অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর,মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, অভিযোগ ছিল মোমিনুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে কোন প্রকার সনদ ও চিকিৎসার স্বপক্ষে কোন ডিগ্রি ছাড়াই পশু চিকিৎসা করে যাচ্ছিলেন। তার প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর থেকেও নেই কোন অনুমতি। শুধুমাত্র ওয়েভ ফাউন্ডেশন থেকে কয়েক দিনের ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়েই নেমে পড়েন পশু চিকিৎসায়।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বেসরকারিভাবে গরুর কৃত্রিম প্রজনন বাবদ নির্ধারিত ফির বাইরে অতিরিক্ত টাকা নেয়ার অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে। পরিচালিত অভিযানে সহযোগিতা করেন উপজেলা প্রাণীসম্পদ অফিস ও পুলিশের একটি টিম।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, নিরাপদ খাদ্য অফিসার মোঃ রিয়াজ মাহমুদ, জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ তাজিমুল হক।

চিংড়ি মাছে জেলি দিয়ে ওজন বৃদ্ধি, কুষ্টিয়ায় চার ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কুষ্টিয়া পৌর বাজার ও চৌড়হাস মোড়ে ফয়সাল মার্কেটে চিংড়ি মাছে জেলি পুশ করে ওজন বৃদ্ধি করে বিক্রির অভিযোগে চার মাছ ব্যবসায়ীকে বিশ হাজার টাকার জরিমানা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এই অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় সংস্থাটির কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সুদীপ বিশ্বাসসহ আইন শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় কুষ্টিয়া পৌর বাজার ও চৌড়হাস মোড়ে ফয়সাল মার্কেটে কিছু ব্যবসায়ী মাছে জেলি পুশ করে অবৈধভাবে মাছের ব্যবসা করছেন। এতে প্রতারিত হচ্ছেন ক্রেতারা। বিষয়টি আমলে নিয়ে মাঠে নামেন ভোক্তা অধিকারের টিম। ঘটনার সত্যতা পেয়ে চিংড়িতে জেলি পুশ করা চিংড়ি বিক্রয়ের অপরাধে জসিমের মাছের দোকান কে ৪ হাজার, শামসুলের মাছের দোকান কে ৩ হাজার, আসলামের মাছের দোকান কে ৩ হাজার এবং আল্লাহর দান মৎস্য ভান্ডার কে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে ওসব দোকানের জেলিযুক্ত মাছ ধ্বংস করা হয়।

জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বগুড়ার সহকারী পরিচালক।

সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সুদীপ বিশ্বাস জানান, চিংড়ির ওজন বৃদ্ধির জন্য জেলি পুশ করা হলেও এই জেলি খাবারের সাথে মিশে কিডনি নষ্টসহ বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে।

কুষ্টিয়ায় নোংরা পরিবেশে মিষ্টি তৈরি, দুই দোকানীকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে মিষ্টির দোকানে অভিযান চালিয়েছে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদফতর। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নোংরা ও পঁচা দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে মিষ্টি তৈরি করে বিক্রি করার অপরাধে তাদের জরিমানা করা হয়।

বৃহস্পতিবার (২১ জুলাই) দুপুরে উপজেলার বাঁশগ্রামে এই ভেজালবিরোধী অভিযান চালানো হয়। এ সময় নোংরা পরিবেশে মিষ্টি তৈরির জন্য দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়।

ভোক্তা অধিকার অধিদফতরের কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

এসময় তিনি জানান, মিষ্টি তৈরির কারখানায় অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশ ও বেশ কয়েকদিন আগের পঁচা বাসি মিষ্টি এবং তৈরিকৃত দই-মিষ্টিতে মশা-মাছি, পোকা দেখতে পায় এবং শিরার ভেতর মাছি ও পোকামাকড় মরে পড়ে আছে। পঁচা, বাসি ও পোকাযুক্ত সেই শিরা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি বানানো হচ্ছে।
পরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪৩ ধারা মোতাবেক শচীন দধি ও মিষ্টান্ন ভাণ্ডার এবং সোনারগাঁও হোটেলের মালিককে ২০ হাজার করে মোট ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
তিনি জানান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নোংরা ও পঁচা দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে মিষ্টি তৈরি করে বিক্রি করা যায় তা বিশ্বাস করা কষ্টকর। যদি ন্যূনতম দায়বদ্ধতা থাকত তাহলে এভাবে তারা মিষ্টি উৎপাদন করত না।

তদারকিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) জনাব সুলতানা রেবেকা নাসরীন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীল সদস্যরা।

কুমারখালীতে আইসক্রীম ফ্যাক্টরিতে জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ২টি আইসক্রীম ফ্যাক্টরিতে অভিযান চালিয়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। সোমবার দুপুরে যৌথ ভাবে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিতান কুমার মন্ডল ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীদুল ইসলাম।

ভ্রাম্যমান আদালত সুত্রে জানা গেছে, পৌর এলাকার আগরাকুন্ডা গ্রামে মধুরুচি আইসক্রীম ও আশা আইসক্রীম নামের দুটি ফ্যাক্টরিতে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় তাদের বৈধ লাইসেন্স না থাকা, ব্যবহৃত মালামালের মেয়াদ না থাকা নোংরা পরিবেশ ও সাধারন জগনের সাথে প্রতারনা করার অপরাধে দুটি ফ্যাক্টরির মালিকদের মোট ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিষয়ে র্নিবাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিতান কুমার মন্ডল বলেন, বৈধ লাইসেন্স না থাকা, ব্যবহৃত মালামালের মেয়াদ না থাকা নোংরা পরিবেশ ও সাধারন জগনের সাথে প্রতারনা করার অপরাধে দুটি ফ্যাক্টরির মালিকদের মোট ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।এরা বিভিন্ন কোম্পানির লোগো ব্যাবহার করেন যার কোন অনুমতি নাই, মেয়াদ ফেল মালামাল ব্যাবহার, নোংরা পরিবেশ এর কারনে জারা এ আইসক্রিম খাবে তারা অসুস্থ হয়ে পড়বে তাই তাদের এ জরিমানা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন জনস্বার্থে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত আগামীতে অব্যাহত থাকবে।

গাংনীর হিজলবাড়িয়া কেন্দ্রে ৩ জাল ভোটারের জরিমানা

জাল ভোট দিতে এসে জিল্লুর রহমান (১৭), বাচ্চু হোসেন (১৭) এবং শাওন হোসেন (১৭) নামের তিন যুবক আটক করার পর ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের হিজল বাড়িয়া কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে। দণ্ডিত জিল্লুর রহমান হিজলবাড়িয়া গ্রামের আবদুল মতিনের ছেলে, বাচ্চু একই গ্রামের আব্দুল মোমিনের ছেলে এবং শাওন আব্দুল মালেকের ছেলে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মৌসুমী খানম ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০১১ এর ৩১ (২) ধারায় তিন যুবকের নিকট থেকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন।

এর আগে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের এসআই অজয় কুমার কুন্ডুর নেতৃত্বে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা ওই তিন ভুয়া ভোটার কে গ্রেপ্তার করেন।

জরিমানার টাকা মেম্বরের পকেটে !

বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে গ্যাড়াকলে পড়েছেন টিপু মিয়া (১৮) নামের এক কলেজ ছাত্র। শারীরিক নির্যাতন ছাড়াও অবৈধভাবে গ্রাম্য সালিশ ডেকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে জরিমানার পুরো টাকা স্থানীয় ইউপি মেম্বর বাবলু কাশেম পকেটস্থ করেছেন।

ঘটনাটি মেহেরপুরের গাংনীর কুলবাড়িয়া গ্রামে গেল বৃহস্পতিবার দুপুরের। টিপু মিয়া ওই গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে ও গাংনী সরকারী কলেজের একাদশ শ্রেণির ২য় বর্ষের ছাত্র। সালিশকারিরা বলছেন

ওই টাকা সমাজের উন্নয়নে কাজে লাগানো হবে।

জানা গেছে , টিপু মিয়া বৃহস্পতিবার প্রতিবেশি বন্ধু উজ্জ্বল হোসেনের বাড়িতে গেলে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে টিপুকে মারধর শুরু করেন। জিবন বাঁচাতে পালিয়ে যায় টিপু। ওই দিন সন্ধায় টিপুর নামে গ্রাম্য সালিশ বসে । টিপুর বিরুদ্ধে উজ্জ্বলের স্ত্রীকে উত্যক্ত করার অভিযোগ আনা হয়। সালিশে নের্তৃত্ব দেন সাহারবাটি ইউপির ৬ নং ওয়ার্ডের সদস্য বাবলু কাশেম। অন্যান্য সদস্যরা হলেন , ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি হারুর অর রশিদ , সাধারণ সম্পাদক মকলেচুর রহমান ও সাবেক ইউপি সদস্য জিয়াউল ইসলাম। এসময় সমাজ পতিরা টিপুকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

টিপুর পিতা আমজাদ হসেন বলেন , আমার ছেলে ও উজ্জল হোসেন একই সাথে বড় হয়েছে। দুজনই সব সময় চলাফেরা করে। বৃহস্পতিবার দুপুরে উজ্জল মোবাইল করে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায় আমার ছেলে টিপুকে। তার মোবাইল ফোন ভেঙ্গে মারধর করে উজ্জল ও তার পরিবারের লোকজন। পরে বিকালে গ্রাম্য শালিশে ডেকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করে। আমি খুবই গরিব মানুষ অন্যের বাড়ি থেকে ধার করে ৪০ হাজার টাকা মাতব্বরদের হাতে দিয়ে হাতে পায়ে ধরে আমারে ছেলেকে বাড়ি নিয়ে আসি।

উজ্জলের পরিবারের সাথে কথা বলতে চাইলে উজ্জলের মা বলেন , সামান্য একটু সমস্যা হয়েছিল। পরে গ্রামের মাতব্বররা মিমাংসা করেছেন। জরিমানার টাকা কি করবে তা আমরা জানিনা। তবে সমাজের উন্নয়ন হবে বলে জানতে পারি।

স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি হারুন অর রশিদ বলেন , টিপু উজ্জলের স্ত্রীকে বিয়ে করার জন্য উজ্জলের বাড়িতে গিয়ে বসে ছিল। পরে তাকে বিচারের আওতায় এনে সামাজিকভাবে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। উক্ত টাকা স্থানীয় ইউপি সদস্য বাবলু কাশেমের কাছে রাখা আছে।

ইউপি সদস্য বাবলু কাশেম বলেন , সমাজের মাতব্বররা যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সে অনুযায়ী টিপুকে দোষী ভেবে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। উক্ত টাকায় সমাজের উন্নয়নে ব্যয় করা হবে।

এ ব্যাপারে সাহারবাটি ইউনিয়নের বীট পুলিশিং কমিটির পরিচালক এসআই রাজ্জাক জানান , গ্রামে কোন রকম সালিশ করার বিধান নেই। বিশেষ করে নারী নির্যাতনের ঘটনায়। আবার কোন জরিমানারও বিধান নেই। ইউপি

মেম্বর যেটা করেছেন সেটা নিয়ম বহির্ভুত।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বজলুর রহমান বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। ভুক্তভোগী পরিবার অভিযোগ করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।